প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৪ ...

শিক্ষানীতি, পঞ্চম সংশোধনী বিষয়ে একজোট হচ্ছে ধর্মভিত্তিক দলগুলো

জামায়াত এক বছরের কর্মসূচির খসড়া করেছে

ওয়াসেক বিল্লাহ ●

২০১০ সালকে 'কঠিন সময়' হিসেবে দেখছেন জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নেতারা। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁরা। এই দুটি বিষয় নিয়ে পিগগিরই কর্মসূচি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে জামায়াতে ইসলামী। বছরব্যাপী কর্মসূচির একটি খসড়াও তৈরি করেছে দলটি। তবে অন্য দলগুলো এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য স্থির না করলেও দলীয় ও জোটগতভাবে জরুরি বৈঠক করেছে।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এখন পর্যন্ত এই দুটি বিষয় নিয়ে জোরালো কোনো বক্তব্য দেয়নি। চার দলের শরিক দলগুলোর সঙ্গে কোনো আলোচনাও এখন পর্যন্ত করেনি তারা। এ নিয়ে জোটের শরিক ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে একধরনের হতাশা থাকলেও জামায়াত মনে করছে, আন্দোলন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেলে বিএনপি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ধরা

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

শিক্ষানীতি, পঞ্চম সংশোধনী বিষয়ে একজোট হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হবে—এ আশঙ্কায় সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলনে যাওয়া নিয়ে মতভেদও আছে দলের মধ্যে। এ ইস্যুতে জামায়াত মূলত বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, সংগঠন ও সংঘ করা নাও যেতে পারে। কারণ, সরকার বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং ওই সংবিধানে ধর্মের নাম ব্যবহার করে এসব করা নিষিদ্ধ করা আছে।

অন্যদিকে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ভবিষ্যতে সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে বলে জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক অন্য দলগুলোর নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

গত রোববার ধর্মভিত্তিক বেশ কয়েকটি দলের নেতারা লালবাগ মাদ্রাসায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে ইসলামী ঐক্যজোট, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত মজলিস (ইসহাক), জাগিয়তে ওলামায়ে ইসলামীর নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচিত ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস (শায়খুল হাদিস) প্রভৃতি দলের নেতারা ওই বৈঠকে যাননি। এই দলগুলোসহ কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক অন্য দলগুলোকে নিয়ে দু-এক দিনের মধ্যে আরেকটি বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ইসলামী ঐক্যজোটের একজন নেতা।

কর্মসূচির খসড়া তৈরি করেছে জামায়াত: দলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের বছরব্যাপী কর্মসূচির খসড়া তৈরি করেছে জামায়াত। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে সরকার যদি বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে গিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে, তখনকার করণীয়ও নির্ধারণ করা হয়েছে ওই খসড়ায়। দলের ঢাকা মহানগর শাখার নেতারাই এসব কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছেন।

জানতে চাইলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এসব পরিকল্পনা তো আমাদের সাধারণ কর্মকাণ্ডের বিষয়েও থাকে। তবে সরকার খামাখা কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আমরাও বসে থাকব না।'

এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, 'চেষ্টা করব সবার সঙ্গে মিলেমিশে কিছু করতে। যদি অন্যরা না আসে, তাহলে আমরা একাই করব। তবে আসবে সবাই। এটা মুসলমানের ইস্যু না?' তিনি জানান, বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর সঙ্গে এসব বিষয়ে যোগাযোগ শুরু হয়েছে, তারা আলোচনাও করছে।

জামায়াতের নেতারা জানিয়েছেন, আপাতত তাঁরা শিক্ষানীতি নিয়ে মাঠে নামতে চান। চলতি মাসেই একাধিক কর্মসূচি দেওয়া হবে। জামায়াতের পরিকল্পনা হলো, দলের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন প্রথম দিকে নানা কর্মসূচি শুরু করবে। পরে জামায়াতও মাঠে নামবে। দলটি আশা করছে, তারা কর্মসূচি দিতে শুরু করলে ধর্মভিত্তিক অন্য দলগুলোও মাঠে নামবে। জামায়াতের নেতাদের আশা, তাঁরা ও অন্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো এই আন্দোলন একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হলে বিএনপিও এগিয়ে আসবে। সে ক্ষেত্রে ২০০০ সালের পর আবারও ডানপন্থী দলগুলোর সমন্বয়ে আওয়ামী লীগবিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে উঠবে।

তবে জামায়াতের এই আশা কতটা পূরণ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দলের ফোরামে এ নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি। ফলে এ বিষয়ে কী করা হবে—তা নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব না।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একজন সদস্য বলেন, শিক্ষানীতি নিয়ে তাঁদের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটা তাঁদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ওই নেতা বলেন, প্রতিবাদে প্রয়োজনে জামায়াত হরতালও দেবে। আর সরকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে চাইলে তা প্রতিহত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তাঁরা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়াকে ধর্মবিমুখ আখ্যা দিয়ে জামায়াত এর সমালোচনা করছে। তারা দাবি করছে, এই শিক্ষানীতি চালু হলে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যত উঠে যাবে। আর সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও ধর্মীয় শিক্ষা সংকুচিত হয়ে যাবে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ধর্ম নিয়ে এক ধরনের ঔদাসিন্য জন্মাবে বলে মনে করে জামায়াত।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, নতুন শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একাধিক সমাবেশে বলেছেন, সরকার ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন একটি জাতি গঠন করতে চায়, যারা জ্ঞানচর্চায় থাকবে অগ্রগামী; আর সততা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে থাকবে অটল। শিক্ষানীতিতে ধর্মশিক্ষাকে কোনোভাবে অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়নি। উপরন্তু নৈতিকতা শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে শিক্ষানীতির সমালোচনা করা হচ্ছে বলেও সরকার অভিযোগ করেছে।

অন্য দলগুলোও সক্রিয় হচ্ছে: ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব আবদুল লতিফ নেজামী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমরা সবাইকে নিয়ে বসার জন্য আলাপ-আলোচনা করছি। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করার চিন্তা চলছে। সরকার যদি আমাদের নিষিদ্ধ করে দেয়, তাহলে দিতে পারে। তবে সেটা আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হবে না। এই সিদ্ধান্ত বিএনপিকেই শক্তিশালী করবে। তা ছাড়া এখন ভিন্ন অবস্থানে থাকা আলেমদেরও এক করে দেবে।'

চরমোনাইয়ের পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নেতারা করণীয় নির্ধারণে গত মঙ্গলবার জরুরি বৈঠকে বসেন। দলের যুগ্ম মহাসচিব এ টি এম হেমায়েতউদ্দিন বলেন, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি আমাদের জন্য মরণ ইস্যু। যেসব দল এই সিদ্ধান্তের ফলে ভুক্তভোগী হবে, তাদের নিয়ে বৈঠকের চেষ্টা করা হবে।' তিনি জানান, নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তাঁরা সমাবেশ, ওলামা সম্মেলন, সমমনা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করাসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আবদুর রব ইউসুফী বলেন, 'আমরা জরুরি বৈঠক করেছি। সবার সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।'

খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব জাফরুল্লাহ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ধর্মভিত্তিক সবগুলো দল একজোট হয়েই আন্দোলন করতে চাইছে। তবে জামায়াতকে নিয়ে এখনো তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে।